গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www. lc.gov.bd

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধিকতর সংশোধনীকল্পে আইন কমিশনের সুপারিশ

ধারণাপত্র

ভূমিকাঃ

আইন কমিশন বাৎসরিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর সংশোধন করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা করে। আইনটিকে যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং পক্ষদ্বয়ের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, আইনজীবীদের সাথে মতবিনিময়, আলোচনাসহ প্রশ্নমালার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক মতামত সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, উচ্চ আদালতের রায়/নির্দেশনা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং কমিশনের মাঠ পর্যায়ের গবেষণার আলোকে সংশোধনীসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।

অর্থ ঋণ আইন একটি বিশেষ আইন। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগনের টাকা ব্যক্তি, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন আর্থিক কারবারে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। যথাসময়ে উক্ত ঋণ এর অর্থ ফেরত না দেয়ায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ঋণ আইনে মোকদ্দমা দায়ের করতে হয়। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় উক্ত অর্থ ফেরত পাওয়া দুষ্কর ও বিভিন্ন আইনী প্রক্রিয়ার কারণে ব্যহত হয়। এতে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র তথা জনগন ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ঋণ আদায়ের জন্য মোকদ্দমা করা হলেও বিশেষ আইন হওয়া সত্ত্বেও আইনের দূর্বলতার কারণে অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধীর বিচার করা যায় না এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ এর অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মূল মোকদ্দমা ও জারী মোকদ্দমায় সমন জারী প্রক্রিয়ার দূর্বলতার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্রুত মোকদ্দমা চূড়ান্ত শুনানীর জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে একতরফা রায় হবার পর ডিক্রীকৃত টাকার একটা অংশ (দশ শতাংশ) জমা দিয়ে বিবাদী-দায়িক ডিক্রী রদ-রহিত করার আবেদন করেন এবং বেশীর ভাগ সময়ই মূল মোকদ্দমা পূর্বতন নাম্বারে পুনুরুজ্জীবিত হয়ে পুনরায় বিচার শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে আদালতের মূল্যবান সময়, রাষ্ট্রের অর্থ অপচয় হয় এবং জনগনের টাকা আদায়ে অনর্থক সময়ক্ষেপন হয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ প্রদান এবং তা আদায়ের পদ্ধতি ও শর্তসমূহ পক্ষগণ চুক্তি দ্বারা পূর্বেই নির্ধারণ করে থাকেন এবং তার ভিত্তিতে বিবাদীকে ঋণ দেয়া হয়। বিবাদী যথাসময়ে ঋণ ফেরত না দেয়ায় মোকদ্দমার কারণ সৃষ্টি হয় এবং মোকদ্দমা চলাকালীন দীর্ঘ সময়ে উক্ত অনাদায়ী অর্থ অন্য কোন কাজে বিনিয়োগ করার অবকাশ থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে আইনে ঋণ এর সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার ফলে ঋণগ্রহীতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিবাদী পক্ষভুক্ত করা যায় না। আইনের প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় নিয়ে সুপারিশকৃত সংশোধনী বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা রোধ করবে, ন্যায়পরতার আলোকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ আদায়ের জন্য এমন কিছু নতুন ধারণার অবতারণা করবে যা আইনটিকে আরও গ্রহণযোগ্য, সুসংহত এবং শক্তিশালী করবে।

ঋণের সংজ্ঞায় নতুন বিধান অন্তর্ভূক্তকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার দায় নিরূপন ঃ

ঋণ এর প্রথাগত সংজ্ঞায় নতুন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার কর্মকর্তা, সি.এন্ড এফ. এজেন্ট, কাস্টমস হাউসের দ্বারা ঋণ আদায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলেও আইনের দূর্বলতার কারণে সেই সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পক্ষভুক্ত করা যায় না। অন্যদিকে এর জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা করার ফলে একই বিষয়ে একাধিক মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বা অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা দ্বারা বৈধ অধিকারের অবৈধ প্রয়োগে বা যোগসাজসপ্রসূত বা অবহেলাজনিত কোনরূপ আর্থিক ক্ষতিকে ঋণ এর আওতায় আনার ফলে মামলার আধিক্য রোধ করা সম্ভব হবে এবং অর্থ আদায়েও সুফল পাওয়া যাবে। একই সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার অপরাধের জন্য কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা যাবেনা। অনেক ক্ষেত্রেই এই দুইটি ভিন্ন আইনগত ব্যক্তি/সত্ত্বাকে এক করে দেখা হয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার এখতিয়ার বহির্ভূত কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানকে দায়বদ্ধ করার প্রবনতা দেখা যায়। নতুন ৫৭ক ধারা সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হয়েছে এবং দায়বদ্ধতার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিচারক হিসাবে সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব প্রদানঃ

বর্তমান আইনে ধারা ৪ উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে জেলায় কোন যুগ্ম জেলা জজ না থাকলে অর্থঋণ আদালতের কার্যক্রম আইনত স্থবির হয়ে থাকে। জেলা জজ এর স্থানীয় অধিক্ষেত্র ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে যুগ্ম জেলা জজ ভিন্ন অন্য কোন জজকে (সাধারণত অতিরিক্ত জেলা জজকে দায়িত্ব দেয়া হয়) অর্থ ঋণ আদালতের দায়িত্ব অর্পন বর্তমান আইনে সমর্থিত নয়। ছুটি, অসুস্থতা, বদলীজনিত বা অন্য কোন কারণে জেলায় কোন যুগ্ম জেলা জজ কর্মরত না থাকলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজকে সাময়িকভাবে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে অর্থ ঋণ আদালতের দায়িত্বে রাখার বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে নেয়া ঋণ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঋণ আদায়ে নিলাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবাদী-দায়িক এর একমাত্র বসতভিটার নিলাম-বিক্রি Land Reform Ordinance 1984 দ্বারা বারিত হওয়ায় তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor) বা তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third party guarantor) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হইা অর্থ ঋণ আইনের মূলনীতি এবং ন্যায়পরতার পরিপন্থী। এক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়ার সাথে সাথে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থও সংরক্ষণ করা উচিত। তাছাড়া তৃতীয় পক্ষ তার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ধরনের দরখাস্ত করলে ডিক্রীকৃত অর্থের একাংশ জমা দিতে হয়, কিন্তু তার দাবী সঠিক হলে এবং রায় তৃতীয় পক্ষের পক্ষে হলে উক্ত অর্থের বিষয়ে কোন বিধান আইনে না থাকায় জটিলতার সৃষ্ট হয়। প্রস্তাবিত সংশোধনীর মাধ্যমে বিষয়গুলোর সমাধান করা হয়েছে।

জেলা জজ আদালতকে আপীলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণঃ

হাইকোর্ট বিভাগে আপীল ঋণের পরিমাণের উপর নির্ভর করার বিধানের পরিবর্তে জেলা জজ আদালতে সকল আপীল করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। টাকার অংকে আপীলের ফোরাম নির্ধারণ করা যুক্তিসংগত নয়। অনেক অল্প পরিমাণ ঋণের মোকদ্দমায়ও জটিল আইনগত প্রশ্ন জড়িত থাকতে পারে। অন্যদিকে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করা উভয় পক্ষের জন্যই ব্যয়বহুল, সময়স্বাপেক্ষ। এইক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করা রহিত করা হলেও অন্য প্রক্রিয়ায় (যেমন-রিভিশন, রীট) পক্ষদ্বয় প্রয়োজনীয় প্রতিকার পেতে পারেন। বিবাদী-দায়িক এর আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত হিসাবে প্রদানকৃত টাকার পরিমাণও হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিস্পত্তি বিধানাবলীর পরিবর্তনঃ

আদালতের বাহিরে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়না। অন্যদিকে কোর্ট এর মধ্যস্থতায় বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির চেয়ে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। বিচারকের মধ্যস্থায় বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়ায় পক্ষগণের আস্থা অনেক বেশী থাকে। তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়ায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অযথা সময় নষ্ট হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির বিধান বাতিল করার এবং আদালতের মধ্যস্থতায় বিরোধ নিস্পত্তির বিধানাবলী সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিস্পত্তির পর কোর্ট ফি'র অর্থ ফেরত দেয়ার বিধান আছে। কিন্তু উক্ত কোর্ট ফি'র অর্থ কালেক্টরেট হতে ফেরত পেতে পক্ষদেরকে নানাবিধ হয়রানির স্বীকার হতে হয়। কালেক্টর কর্তৃক চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অর্থঋণ আদালতে কোর্ট ফি'র অর্থ ফেরত প্রদানের বিধান পক্ষদ্বয়কে অনাকাঙ্খিত হয়রানি হতে রক্ষা করবে।

সমন জারী প্রক্রিয়ায় সংশোধনঃ

মূল মোকদ্দমা এবং জারী মোকদ্দমা উভয় ক্ষেত্রে সমন জারী করার নিয়মে কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে। মোকদ্দমা করার সময় বিবাদী/দায়িক এর মোবাইল ফোন নাম্বার, ই-মেইল আইডি, ফ্যাক্স নাম্বার ও জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার (যদি থাকে) দেয়ার ফলে সমন জারী প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে। বিবাদী/দায়িক কোন বিধিবদ্ধ সংগঠন বা কোন সমিতির সদস্য হইলে উক্ত বিধিবদ্ধ সংগঠন বা সমিতির সভাপতি বা প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে অতিরিক্ত সমন জারী করার বিধান থাকার ফলে জারী প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত এবং অধিকতর সফল হবে। ফলস্বরূপ একতরফা শুনানী রোধ হবে। ইহা ব্যতীত পত্রিকার মাধ্যমে সমন জারীর প্রক্রিয়ায়ও আদালতকে সতর্কতা অবলম্বনের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে।

আইনটিকে যুগোপযোগী করার জন্য উপর্যুক্ত সংশোধনী ভিন্ন আরো কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে। তার মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কতিপয় জামানত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা প্রদান, অনধিক দুইবার মোকদ্দমার শুনানী মুলতবী রাখা, নিলাম বিক্রয়ের দরপত্র অন-লাইনে দাখিল, ডিক্রী পরবর্তী মোকদ্দমায় ডিক্রীকৃত অর্থ আদায়ের সুদ হ্রাসকরণ, অর্থ ঋণ আদালত অবমাননার দন্ড বৃদ্ধিকরণ, একাধিক বিবাদী/দায়িক এর ক্ষেত্রে দায় আরজীতে পৃথকভাবে বা যৌথভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ ও আদালতের রায়ে তার প্রতিফলন, জারী মোকদ্দমা দায়ের সংক্রান্ত তামাদির মেয়াদ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পত্তির নামজারী সংক্রান্ত বিধানাবলীর সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।

উল্লিখিত আইনের সংশোধনী প্রণয়নে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জিনাত আরা, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইন উপদেষ্টা/আইন কর্মকর্তা এবং অর্থ ঋণ আদালতের বিচারকদের প্রতি আইন কমিশন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এতদসঙ্গে "অর্থ ঋণ (সংশোধনী) আইন" এর খসড়া সংযুক্ত করা হলো।

(স্বাঃ)
প্রফেসর ড. এম. শাহ আলম
সদস্য

(স্বাঃ)
বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর
সদস্য

(স্বাঃ)
বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক
চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www. lc.gov.bd

অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৫

(২০১৫ সনের .. .. .. নং আইন)

যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণ প্রয়োজনীয়;

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের .. .. .. নং আইন) নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।- অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ উপ-ধারা (গ) এর (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন (৫) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

> **"(৫) ঋণ প্রদান বা আদায় কার্যক্রম বা উভয়ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বা অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা দ্বারা বৈধ অধিকারের অবৈধ প্রয়োগে বা যোগসাজসপ্রসূত বা অবহেলাজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি।"**

৩। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নূতন শর্ত সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

> **"তবে শর্ত থাকে যে, জেলা জজ এর স্থানীয় অধিক্ষেত্র ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কোন যুগ্ম জেলা জজ উক্ত সময়ে কর্মরত না থাকিলে, তিনি তাহার অধীনস্ত কোন সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজকে সাময়িকভাবে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত উক্ত অর্থ ঋণ আদালতের দায়িত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।"**

৪। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৫) এর প্রথম শর্তের পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন শর্ত প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

> **"তবে শর্ত থাকে যে, অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন ডিক্রী জারীর মাধ্যমে দাবী আদায় হওয়ার ক্ষেত্রে আদালত প্রথমে মূল ঋণগ্রহীতা-বিবাদীর বন্ধককৃত সম্পত্তি ও তৎপর তাহার অন্যান্য সম্পত্তি, যদি থাকে, এবং অতঃপর যথাক্রমে তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা (Third party mortgagor), তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টর (Third Party guarantor), এবং বিবাদী পক্ষভূক্ত অপরাপর দায়ী ব্যক্তিগন বা প্রতিষ্ঠান এর সম্পত্তি যতদূর সম্ভব আকৃষ্ট করিবে:"**

৫। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৭ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাদী আদালতের জারীকারক কর্তৃক এবং প্রাপ্তি স্বীকারসহ রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে এবং ই-মেইল ও ফ্যাক্সের (যদি থাকে) মাধ্যমে প্রেরণের নিমিত্ত, আরজির সহিত সমন জারীর জন্য সমুদয় তলবনামা আদালতে দাখিল করিবেন, এবং আদালত অবিলম্বে উহাদের একযোগে জারীর ব্যবস্থা করিবেন, এবং যদি সমন ইস্যুর ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে জারী হইয়া ফেরত না আসে, অথবা তৎপূর্বেই বিনা জারীতে ফেরত আসে, তাহা হইলে আদালত রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে সমন প্রেরণের ডাক রশিদ ও জারীকারক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে উহার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে বাদীর খরচায় যে কোন একটি বহুল প্রচারিত বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, এবং তদুপরি একটি স্থানীয় পত্রিকায়, যদি থাকে, এবং আদালত যদি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে সমন জারী করাইবেন, এবং অনুরূপ জারী আইনানুগ জারী মর্মে গণ্য হইবে।"

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

" (৪) বিবাদী কোন বিধিবদ্ধ সংগঠন বা কোন সমিতির সদস্য হইলে উক্ত বিধিবদ্ধ সংগঠন বা সমিতির সভাপতি বা প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে অতিরিক্ত সমন জারী করা যাইতে পারে এবং উক্ত সভাপতি বা প্রধান নির্বাহী সমনে উল্লিখিত সময় মধ্যে বিবাদীর উপর সমন জারী বা গরজারী করিয়া আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।"

৬। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৮ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর (খ) এর **"বাসস্থান ইত্যাদির বিবরণ"** শব্দের পর **"সহ মোবাইল ফোন নাম্বার, ই-মেইল আইডি, ফ্যাক্স নাম্বার ও জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার (যদি থাকে)"** শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (১) এর (গ) এর পর নূতন (গগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(গগ) আর্থিক দায় নিরূপনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিবাদীর দায় আরজির তফসিলে পৃথকভাবে বা যৌথভাবে বর্ণনা করিতে হইবে;"

(গ) উপ-ধারা (৬) এর শেষাংশে দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে কোলন চিহ্ন (ঃ) প্রতিস্থাপিত হইবে এবং নিম্নরূপ নূতন শর্ত সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"তবে শর্ত থাকে যে, আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের সময় যে যে কর্মকর্তাকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিবে তাহারা আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে।"

৭। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১২ উপ-ধারা (৫ক) এর অষ্টম লাইনে **"প্রথম শ্রেণীর কোন ম্যাজিস্ট্রেট"** শব্দগুলির পরিবর্তে **"কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট"** শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১৩ উপ-ধারা (৩) এর শেষাংশে দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে কোলন চিহ্ন (ঃ) প্রতিস্থাপিত হইবে এবং নিম্নরূপ নূতন শর্ত সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে আদালত ৭ ধারায় বর্ণিত বিধানাবলী যথাযথভাবে পরিপালন হইয়াছে কিনা এবং সমন জারী সঠিকভাবে হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করতঃ নিশ্চিত হইয়া আদেশে উল্লেখপূর্বক রায়/আদেশ প্রদান করিবেন।"

৯। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১৬ উপ-ধারা (২) এর পর নূতন উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(৩) আদালত, প্রদত্ত রায় বা আদেশে, ডিক্রীকৃত অর্থের বিষয়ে প্রত্যেক বিবাদীর দায় যৌথভাবে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথকভাবে যতদূর সম্ভব উল্লেখ করিবেন।"

১০। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনে নূতন ধারা ২১ এর সন্নিবেশ।- উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পর নূতন ধারা ২১ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"২১। মীমাংসা সভা (Settlement Conference) ।-

(১) চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত সাধারণ পদ্ধতিতে মামলার বিচার বা মীমাংসা সভা শুনানী সম্পর্কিত যে বিধানই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলের পর, আদালত, ধারা ২৪ এর বিধান সাপেক্ষে, যথাযথ মনে করিলে, পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখিয়া একটি মীমাংসা সভা আহ্বান করিতে পারিবে এবং উক্ত সভায় পক্ষগণ, তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবী ও প্রতিনিধিগণকে উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) আদালতের বিচারক মীমাংসা সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভার স্থান ও কার্যক্রমের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন; এবং এই ধারার অধীন মীমাংসা সভা গোপনীয় (in camera) হইবে।

(৩) বিচারক মীমাংসা সভায় পক্ষগণ এবং তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবী ও প্রতিনিধিগণকে বিরোধের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করিয়া মীমাংসায় উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়াস চালাইবেন, তবে এইরূপ প্রয়াসে তিনি তাহার নিজস্ব প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পক্ষদের উপর কোনরূপ চাপ প্রয়োগ করিবেন না।

(৪) মীমাংসা সভার মাধ্যমে মামলার বিরোধ মীমাংসিত হইয়া থাকিলে মীমাংসার শর্তসমূহ চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে সম্পাদনকারী হিসাবে পক্ষগণ এবং সাক্ষী হিসাবে আইনজীবী ও উপস্থিত প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিবেন; অতঃপর আদালত উহার ভিত্তিতে The Code of Civil Procedure, 1908 এর আদেশ ২৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আদেশ বা ডিক্রী প্রদান করিবে।

(৫) যেই তারিখ আদালত মীমাংসা সভার মাধ্যমে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে সেই তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে মীমাংসা সভার কার্যক্রম পরিসমাপ্ত করিতে হইবে, যদি না পক্ষগণের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, বা কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ স্ব-উদ্যোগে, আদালত উক্ত সময়সীমা আরো অনিধিক ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিয়া থাকেন।

(৬) মীমাংসা সভার মাধ্যমে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়াস ব্যর্থ হইলে, উক্ত আদালতে যদি না ইতোমধ্যে বিচারক বদলি হইয়া থাকেন, মামলার পরবর্তী শুনানী করা যাইবে না, শুনানীর জন্য উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন অন্য কোন আদলতে মামলাটি স্থানান্তর করিতে হইবে, এবং মীমাংসা সভার সিদ্ধান্তের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থান হইতে মামলার শুনানীর কার্যক্রম এমনভাবে শুরু ও পরিচালনা করিতে হইবে যেন এই ধারার অধীনে মীমাংসা সভা বিষয়ে আদৌ কোন কার্যক্রম গৃহীত হয় নাই।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর বিধানমতে নির্দিষ্ট মামলাটি উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন অন্য কোন আদালতে স্থানান্তর করা কোন কারণে সম্ভব না হইলে, জেলা জজ, তাঁহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন উপযুক্ত অপর একজন বিচারককে অস্থায়ীভাবে (**on ad-hoc basis**) উক্ত আদালতে উক্ত নির্দিষ্ট মামলাটি শুনানী করার জন্য নিয়োগ করিতে পরিবেন।

(৮) এই ধারার অধীন মধ্যস্থতা কার্যক্রম গোপনীয় হইবে এবং পক্ষগণ, তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবী, প্রতিনিধি এবং মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত কোন আলোচনা বা পরামর্শ, উপস্থাপিত কোন সাক্ষ্য, প্রদত্ত কোন স্বীকৃতি, বিবৃতি বা মন্তব্য গোপনীয় গণ্য হইবে এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত ঐ মামলার শুনানীর কোন পর্যায়ে বা অন্য কোন কার্যক্রমে তাহাদের উল্লেখ করা যাইবে না বা সাক্ষ্য হিসাবে উহারা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৯) **The Court Fees Act, 1870 (Act No. VII of 1870)** এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি এই ধারার অধীন কোন মামলার বিরোধ মীমাংসা সভার মাধ্যমে মীমাংসিত হয়, তাহা হইলে আদালত কোন পক্ষ কর্তৃক আরজি কিংবা লিখিত বর্ণনার উপর প্রদত্ত কোর্ট ফি ফেরত প্রদানের জন্য কালেক্টরকে নির্দেশ প্রদান করিবেন। কালেক্টর উক্তরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বাদীর অনুকূলে ক্রস চেকের মাধ্যমে উক্ত কোর্ট ফির অর্থ আদালতে প্রেরন করিবেন। উক্ত ক্রস চেকটি বাদী আদালত হইতে গ্রহণ করিবেন।

(১০) এই ধারার অধীন মীমাংসা সভার মাধ্যমে সম্পাদিত মীমাংসার ভিত্তিতে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর কোন আদালতে কোন আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা- এই ধারার অধীন "মীমাংসা সভা" বলিতে আদালতের বিচারকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাকে বুঝাইবে যেখানে মামলার পক্ষগণ, পক্ষগণের নিযুক্ত আইনজীবী ও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং বিচারক অনানুষ্ঠানিক, অবাধ্যকর, গোপনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে মামলার বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করিবেন।"

১১। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২২ এর বিলুপ্তি।- উক্ত আইনের ধারা ২২ বিলুপ্ত হইবে।

১২। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (৪) বিলুপ্ত হইবে।

১৩। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর-
(ক) উপ-ধারা (১) পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ডিক্রীদার আদালতের জারীকারক কর্তৃক এবং প্রাপ্তি স্বীকারসহ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে এবং ই-মেইল ও ফ্যাক্সের (যদি থাকে) মাধ্যমে প্রেরণের নিমিত্ত, জারীর দরখাস্তের সহিত নোটিশ জারীর জন্য সমুদয় তলবানা আদালতে দাখিল করিবেন, এবং আদালত অবিলম্বে উহাদের একযোগে জারীর ব্যবস্থা করিবেন, এবং যদি সমন ইস্যুর ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে জারী হইয়া ফেরত না আসে, অথবা তৎপূর্বেই বিনা জারীতে ফেরত আসে, তাহা হইলে রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে সমন প্রেরণের ডাক রশিদ ও জারীকারক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে, উহার পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিবসের মধ্যে বাদীর খরচায় যে কোন একটি বহুল

প্রচারিত বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, এবং তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে স্থানীয় একটি পত্রিকায়, যদি থাকে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে নোটিশ জারী করাইবেন, এবং অনুরূপ জারী আইনানুগ জারী মর্মে গণ্য হইবে।"

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(৩) বিবাদী কোন বিধিবদ্ধ সংগঠন বা কোন সমিতির সদস্য হইলে উক্ত বিধিবদ্ধ সংগঠন বা সমিতির সভাপতি বা প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে অতিরিক্ত সমন জারী করা যাইতে পারে এবং উক্ত সভাপতি বা প্রধান নির্বাহী সমনে উল্লিখিত সময় মধ্যে বিবাদীর উপর সমন জারী বা গরজারী করিয়া আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।"

১৪। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর দ্বিতীয় লাইনে **"আপীল"** শব্দের পর **"বা"** শব্দের পরিবর্তে **"কমা (,)"** চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং **"রিভিশন"** শব্দের পর **"বা রীট"** শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৫। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩২ উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"(২) উপরোক্ত মতে দাবী পেশ করিবার ক্ষেত্রে, দরখাস্তকারী, ডিক্রীকৃত অর্থের, অথবা ডিক্রীকৃত অর্থের আংশিক ইতিমধ্যে আদায় হইয়া থাকিলে অনাদায়ী অংশের ১০% বা তাহার দাবীকৃত অংশের ০৫%, দুইটির মধ্যে যাহা কম হইবে, সেই পরিমাণ নগদ অর্থ, বা জামানত হিসাবে সহজে নগদায়নযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার দাখিল করিবে, এবং অনুরূপ নগদ অর্থ বা জামানত দাখিল না করিলে উক্ত দাবী অগ্রাহ্য হইবে।"

১৬। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর-

(ক) উপ-ধারা (২ক) এর দ্বিতীয় লাইনে **"নিকট প্রেরণের মাধ্যমে"** শব্দের পর **"বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার প্রদান সাপেক্ষে অন-লাইনে"** শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর অষ্টম লাইনে **"তাহাঁর"** শব্দের উপর চন্দ্রবিন্দু "চন্দ্রবিন্দু (ঁ)" বিলুপ্ত হইবে।

(গ) উপ-ধারা (৭খ) এর পর নিম্নরুপ নূতন উপ-ধারা (৭গ) সংযুক্ত হইবে, যথাঃ-

"(৭গ) উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে উল্লিখিত সম্পত্তির স্বত্ত্ব ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইলে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিষ্ট্রারের অফিসের মৌজা-রেট অনুযায়ী সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য ডিক্রীকৃত অংকের অতিরিক্ত হলে, উক্ত অতিরিক্ত অর্থ দায়িককে ফেরত প্রদান করিতে হইবে, এবং সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য ডিক্রীর দাবী অপেক্ষা কম হইলে অবশিষ্ট অর্থ বাবদ, ২৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে, আরো জারীর মামলা গ্রহণযোগ্য হইবে।"

(ঘ) উপ-ধারা (৮) পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"(৮) বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৭) এর অধীনে জারীকৃত সনদপত্র মূলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজ নামে উল্লিখিত সম্পত্তির নামজারী করিতে পারিবে এবং উক্ত সনদপত্র বাবদ কোন কর বা রেজিষ্ট্রেশন ফি আদায়যোগ্য হইবে না।"

১৭। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর-

(ক) উপ-ধারা (২) এর প্রথম লাইনে **"মৃত্যুর কারণে"** শব্দের পর **"পারিবারিক"** শব্দটি বিলুপ্ত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"আদালত মৃত দায়িক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশদেরকে তাহার সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ আদালতে দাখিলের নির্দেশ দিবেন, এবং ওয়ারিশগন যদি মিথ্যা বিবরণ দাখিল করেন বা দায়িকের ঋণ হিসাব সমন্বয় না করতঃ সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন, সেক্ষেত্রে ডিক্রীদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত সংশ্লিষ্ট ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজ্জু করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।"

১৮। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪১ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৪১ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) পরিবর্তে নূতন উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"(১) মামলার কোন পক্ষ, কোন অর্থ ঋণ আদালতের আদেশ বা ডিক্রী দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে জেলা জজ আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর প্রথম লাইনে **"৫০%"** সংখ্যার পরিবর্তে **"৩৪% (চৌত্রিশ শতাংশ)"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর চতুর্থ লাইনে **"৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ)"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে **"৩৪% (চৌত্রিশ শতাংশ)"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর প্রথম লাইনে **"কোন আদালত,"** শব্দগুলি ও কমা পরিবর্তে **"হাইকোর্ট বিভাগ"** শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর চতুর্থ লাইনে **"৫০%"** সংখ্যাটি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর প্রথম লাইনে **"উচ্চতর আদালত,"** শব্দগুলির পরিবর্তে **"হাইকোর্ট বিভাগ"** শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর তৃতীয় লাইনে **",লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক,"** কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

২০। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪৩ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৪৩ এর প্রথম লাইনে **"আপীল বা"** শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

২১। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪৪ক এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৪৪ক এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে The Code of Civil Procedure 1908 (১৯০৮ সনের ০৫ নং আইন) এর আদেশ ২৩ এর বিধি ০২ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।"

২২। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর-

(ক) উপ-ধারা (২) এর পঞ্চম লাইনে **"১২% (বার শতাংশ)"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে **"১০% (দশ শতাংশ)"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর সপ্তম লাইনে **"১৬% (ষোল শতাংশ)"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে **"১২% (বোর শতাংশ)"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এর নবম লাইনে "**১৮% (আঠার শতাংশ)**" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে **"১৪% (চৌদ্দ শতাংশ)"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৩। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৫২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৫২ এর-
(ক) উপ-ধারা (২) এর তৃতীয় লাইনে **"১,০০০ (এক হাজার) টাকা"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে **"১০,০০০ (দশ হাজার)"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
(খ) উপ-ধারা (২) এর চতুর্থ লাইনে **"১০ (দশ)"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে **"৩০ (ত্রিশ)"** সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৫৬ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৫৬ এর-
(ক) উপ-ধারা (১) এর দ্বিতীয় লাইনে **"১৯(৩),"** সংখ্যা, বন্ধনী ও কমার পর **"৩২,"** সংখ্যা ও কমা সন্নিবেশিত হইবে;
(খ) উপ-ধারা (১) এর পঞ্চম লাইনে **"থাকিলে উহা দায়িককে"** শব্দের পর **",ক্ষেত্রমত তৃতীয় পক্ষকে"** কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।
২৫। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনে নূতন ধারা ৫৭ক এর সন্নিবেশ।- উক্ত আইনের ধারা ৫৭ এর পর নিম্নরুপ নূতন ধারা ৫৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"৫৭ক। ক্ষেত্রমত তৃতীয় পক্ষকে মোকদ্দমায় শ্রেণীভুক্তকরণ।-

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা পক্ষ যাহারা ঋণ সংক্রান্তে প্রশাসনিক কার্যাদি, পণ্য পরিবহন, সরবরাহ, গুদামজাতকরন ও খালাস সহ যেকোন প্রক্রিয়ায় জড়িত, তাহাদের কৃত কর্মের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন ক্ষতির সম্মুখীন হইলে এই আইনের আওতায় আনীত মোকদ্দমায় তাহাদেরকেও বিবাদী শ্রেণীভূক্ত করা যাইবে।

(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ব্যতিরেকে কৃত কর্মের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান কোনভাবেই দায়বদ্ধ হইবে না।

(৩) যদি কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রমতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঋণ সংক্রান্ত কোন দলিল প্রস্তুতে প্রতারনার আশ্রয় নেন বা বন্ধককৃত বা প্লেজকৃত বা হাইপোথিকেশনকৃত সম্পত্তির মূল্য বেশী দেখাইয়া ঋণ দেওয়ায় সহায়তা করেন তবে তাহা ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে এবং আদালত উক্ত কর্মকর্তা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এই সংক্রান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজ্জু করার জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করিবেন।"

(স্বাঃ)
প্রফেসর ড. এম. শাহ আলম
সদস্য

(স্বাঃ)
বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর
সদস্য

(স্বাঃ)
বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক
চেয়ারম্যান